থাকুন। যদি বাইরে যাই–ও, চলে আসব। আসতে হবে। আমিও তো একমাত্র সন্তান। ওঁদের বয়স হচ্ছে, আপনাদের মতো ইয়াং নন। ওঁদের জন্যেও ফিরতে চাই।

অমৃতা আশ্বস্ত হল। স্কুলের ব্যাপারটা তা হলে ভেস্তে যায় না।

সদানন্দ বলল, তোমাদের ফ্যামিলিতে যখন এত তাড়া, আর টাপুরের মায়েরও বোধহয় আপত্তি থাকবে না — তোমার বাবা–মায়ের সঙ্গে কথা বলে একটা দিন ঠিক করে ফেললেই হয়! শুভস্য শীঘ্রম।

দীপায়ন মাথা নীচু করল, সেটা আপনারা যেমন মনে করবেন। ওকে বকবেন না আবার, আমাদের বাড়িতেও সুতমার যাওয়া–আসা আছে। সম্পর্কটা তো বেশ কয়েকমাসের। আমার ঠাকুমাও ওকে খুব ভালোবাসেন, জিজ্ঞেস করুন। নাম ধরে তো ওকে ডাকেন না উনি। মজা করে কী বলেন জানেন? নাতবউ।

হাসির রোল উঠল। টাপুরের ফরসা মুখখানা একেবারে লাল। চোখে দীপায়নকে তিরস্কারের ভঙ্গি।

দীপায়ন থামল না, মানে আমাদের ফ্যামিলিতে ও টোট্যালি অ্যাক্সেপ্টেড। কিন্তু একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম দু'জনে। তাই ও একটু সময় চাইছিল বারবার।

অমৃতা অবাক, ঝামেলা মানে?

–হ্যাঁ, ঝামেলাই তো! দীপায়ন ব্যাখ্যা করে, সুতমা প্রথম থেকেই একটা জেদ ধরে আছে। একেবারে নাছোড়!

–টাপুর এবার নাক গলায়, দুৎ, ও সব কথা আর তুলে লাভ? সে–সব প্রশ্ন ওঠে এখন? কী যে করেন না! ছাড়ুন তো।

–দীপায়নকে থামানো গেল না, আমি কিছুদিন ধরেই ওকে বলছি — চল তোমার মাকে সব বলে আসি। বড় হয়ে গিয়েছ, সংকোচ কিসের! ও কিছুতেই আসতে দিচ্ছিল না। নিজেও কিছু বলবে না। আরে

দীপায়ন বলে চলল, মুখে ইচ্ছেটুকু জানিয়েই ছাড়ল না। মাসখানেক আগে আমাকে দিয়েই একটা বাংলা আর একটা ইংরেজি কাগজে বিজ্ঞাপন করিয়ে নিল। সুন্দরী সম্ভ্রান্ত বিধবা। আটত্রিশ। উদারমনস্ক উপযুক্ত পাত্র চাই। বিশ্বাস করুন, চিঠি এল গোছাগোছা। চমৎকার সব পাত্র। সুতমা নিজেই তার মধ্যে থেকে বাছাই করেছে। আমাকে দেখিয়েছে। এবার ছিল এখানে এসে সরাসরি আমাদের ওঁকে সব বলার পালা। দেখুন আপনারা, কেমন ঝামেলায় পড়েছিলাম। যাক, অল প্রবলেমস আর সলভড।

এতক্ষণ দু'চোখ ভরা দুষ্টুমি নিয়ে টাপুর মিটিমিটি হাসছিল। এবার মুখ খুলল নিজেই, পরশুদিন সদানন্দাকে মায়ের সঙ্গে দেখেই বুঝে গেলাম, পাত্র খুঁজে হয়রান হতে আর হবে না। উপযুক্ত মানুষটি স্বয়ং হাজির। জল চাইতেই — মেঘ নয়, একেবারে ঝমঝম বৃষ্টি।

সদানন্দর চোখমুখ লাল। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য ধমক দিল, অল্প বয়সে বেশি পেকে গিয়েছ আর কি!

টাপুর ভারিক্কি সুরে বলল, তোমাদের রেজিস্ট্রেশানটা সেরে ফ্যালো আগে। তারপর আমাদের পালা। হ্যাঁ, আমার কিন্তু একটাই শর্ত। ঘাড় ফেরাল সদানন্দর দিকে, তোমারা লিগ্যালি হাজব্যান্ড–ওয়াইফ হয়ে গেলেও আমি কিন্তু ড্যাড বা আঙ্কল বলতে পারব না। যা বলছি পরশু থেকে, সেই সদানন্দদা–ই বলব। আপত্তি চলবে না। তুমি আমাদের অভিভাবক, ঠিক আছে। মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি ... তোমরা দু'জনে বন্ধুও। কী রাজি? মায়ের দিকে এবার চোখ তুলল, সদানন্দাকে আমাদের ছাতা হয়ে থাকতে হবে। সকলের মাথার উপর।

কথায় কথায় আড়াইটে বেজে গিয়েছে। তিনটে আটাশে ট্রেন ওপার থেকে। ডাবলু

টাপুর ভারিক্কি সুরে বলল, তোমাদের রেজিস্ট্রেশানটা সেরে ফ্যালো আগে। তারপর আমাদের পালা। হ্যাঁ, আমার কিন্তু একটাই শর্ত। ঘাড় ফেরাল সদানন্দর দিকে, তোমারা লিগ্যালি হাজব্যান্ড–ওয়াইফ হয়ে গেলেও আমি কিন্তু ড্যাড বা আঙ্কল বলতে পারব না। যা বলছি পরশু থেকে, সেই সদানন্দদা–ই বলব

বাবা, মায়ের কাছে লজ্জা কী!

কারণ হিসেবে ও যা বলল, আপনারা শুনলে থ হয়ে যাবেন।

–কারণ? সদানন্দর কৌতূহল তুঙ্গে ওঠে, মাকে না জানানোর কী কারণ থাকতে পারে? আমি জানি, টাপুর ওর মায়ের সঙ্গে খুব ফ্রি অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি।

–ও আমাকে বলল, মায়ের এই তো বয়স। চল্লিশও ছোঁয়নি। বাবা মারা গিয়েছেন প্রায় বিশ বছর, নিজের বলতে শুধু আমি! বিয়ে করে বেরিয়ে যাব, আর মা বাকি জীবন একা কাটাবে? কম বয়সের জন্যেই ও মাকে বৈধব্যের বিধিনিষেধ মানতে দেয়নি! এবার ওর এক অদ্ভুত দাবি। নিজে যাওয়ার আগে একজন সৎ এবং দায়িত্ববান মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যেতে হবে মায়ের। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, উনি রাজি হবেন? ও বলল, হবে না মানে, হতেই হবে। আমি পাত্র জোগাড় করব। পেপারে অ্যাড দেব। ছাড়ব ভেবেছ?

অমৃতা হতবাক। সদানন্দ হাসছে, দারুণ সাহস তো!

গাড়ি বের করে অপেক্ষা করছে। দীপায়ন তৈরি হয়ে নিল চটপট। সদানন্দ এবং অমৃতাকে হঠাৎ সে একেবারে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেলল। টাপুর যাবে স্টেশন পর্যন্ত।

সদানন্দ দীপায়নের পিঠে হাত রাখল, ও.কে। তাহলে তোমাদের আর কোনও প্রবলেম থাকল না। অল সেটলড ডাউন। এখন দারুণ ধুম করে তোমাদের অনুষ্ঠানটা করতে হবে। সবাই মিলে লেগে পড়ি! কী বল, কড়ি?

টাপুর ফোড়ন কাটল, তার আগে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নিয়ে এসে তোমাদের দু'জনের শুধু দু'টো সই। ব্যস!

অমৃতা মেয়ের দিকে চোখ মটকাল, বড্ড পেকেছিস।

শেষ পাড়ানির কড়ি ভালোবাসা। শত্রু–মিত্র, ভাল–মন্দ — সকলের প্রতি ভালোবাসাই মানুষকে পার করে দিতে পারে।

সদানন্দর ভালোবাসা আছে। কড়িও আছে আজ। এবার আর রুখবে কে!

(শেষ)

অঙ্কন ঃ সোমনাথ

বি.দ্র. ঃ পরবর্তী ধারাবাহিক সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যখন বৃষ্টি নামল' ১৭ জুন '১৮ থেকে।

রসেবশে

বক্তা

বিশ্বজিৎ মজুমদার

'প্রলয়' এসেছে। এ ভাবেই শুরু করলেন ভবেশদা। তিনি এ ভাবেই বলেন। অনেকটা দেবী অন্নপূর্ণার মতো — 'কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন'। ওঁর দ্ব্যর্থবোধক কথা ঈশ্বরী পাটনীর মতো অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না। মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। কল্যাণ মুচকি হাসল। সদ্য জয়েন করা হেডস্যার প্রলয় দে সরকারই বা ব্যাপারটি কীভাবে নিলেন ঠিক বোঝা গেল না। তাঁর সম্পর্কেই পরিচয়জ্ঞাপন ভাষণ দিচ্ছিলেন ভবেশদা।

জানতাম কল্যাণ বোমা ফাটাবেই। পরের দিন কমনরুমে বলল, ভবেশদা আপনি সোজা করে কথা বলতে পারেন না? ভবেশদা ঢাল তরোয়াল নিয়ে তৈরিই ছিল।

–'কেন রে, আমার পিঠে কাঠি না মারলে চলছিল না। তোরা নিজেরা কিছু করবি না খালি সমালোচনা করবি। ছিলি তো মাটির ঢেলার মতো চুপচাপ বসে।'

প্রাণতোষদার টিপ্পনি পালে আরও হাওয়া দিল। 'না, না, একদম ঠিকঠাক বক্তৃতা করেছে। আমরা তো মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দু'টো কথাও বলতে পারি না।'

–'তোরা তো আর্টসের টিচার, তোদেরই তো এ সব করা উচিত।'

যাই হোক এই ঘটনা যে অভিঘাত সৃষ্টি করল তা হল, বিশ্বজিৎ স্যার ঠিক করে ফেললেন এরপর থেকে তাঁকে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতেই হবে। 'বলতেই হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়।'

বিশ্বজিতের বলার যে একেবারেই রেকর্ড নেই তা নয়। সেবার এক কেলো হয়েছিল। বাংলার স্যারের রিটায়ারমেন্টের সময় তিনি বলে ফেলেছিলেন, 'আজ প্রধান শিক্ষক রিটায়ার করছেন।' বড় বড় মন্ত্রীরাও ঐতিহাসিক ভুল করে থাকেন। তিনি না হয়ে একটু বাচিক বিভ্রাটই করে ফেলেছেন। অন্য সময় তো কত কথাই বলেন। কিন্তু মঞ্চে উঠলেই কেমন সব গুলিয়ে যায়। ঘিরে ধরে সংকোচের বিহ্বলতা, কাঁপে পা, গলা যায় শুকিয়ে।

পুরোনো রেকর্ড ভেঙে ফেলতে হবে। শুরু করতে হবে নতুন উদ্যোমে। বেটার লেট দ্যান নেভার।

কল্যাণ একদিন গল্প করেছিল, ফালাকাটার রজত সরকার নামে এক ব্যক্তি চেহারায় মোটা ব্যাঙকে হার মানালেও বিপুল ব্যাংক ব্যালান্সের কারণে বিভিন্ন সভা–সমিতিতে ডাক পেতেন। কিন্তু বক্তৃতার ঠিক আগে তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বলতেন – 'কিতা কইতাম'।

কিন্তু বিশ্বজিতের তো অধোবদন হয়ে থাকলে চলবে না। আর ভয় কিসের — 'যো ডর গয়া ও মর গয়া'। কত লোকই তো ভাট বকছে, উল্টোপাল্টা বলে তালি কুড়োচ্ছে, আর এম.এ.বি.এড. বিশ্বজিৎ স্যার মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দু'টো কথা কইতে পারবেন না!

বলবেই নয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। মন্ত্রী বলতেন, 'ডু ইট নাও।' সামনেই শিক্ষক দিবস। সেদিনই শুরু করা যাক। পেপার ঘেঁটে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবনী ঝাড়া মুখস্থ করলেন বিশ্বজিৎ। বাড়িতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যাসও করলেন। 'প্র্যাকটিস মেকস এ ম্যান পারফেক্ট'।

শিক্ষক দিবসের দিন ঘটল আর এক বিভ্রাট। তিনি যে পেপার থেকে জীবনীটি মুখস্থ করেছিলেন এক ছাত্র পেপার দেখে দেখে হুবহু সেটাই রিডিং পড়ে গেল। এখন তবে 'কিতা কইতাম'। ব্যাটা আর কিছু পেলি না।

'গতস্য শোচনা নাস্তি'। ভুলে যেতে হবে পুরোনো দিনের কথা। 'নেক্সট ইজ হোয়াইট?' সামনেই বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। সেদিনই করতে হবে কিস্তিমাত। ক্যাজুয়াল লিভ নিলেন বিশ্বজিৎ। চলতে থাকল কঠোর অনুশীলন। ভাবছিলেন একটা গ্রুমিং কোর্স করলে কেমন হয়। টিভি–তে দেখা যায়, কেমন ক্যাবলাকান্তরাও দারুণ স্মার্ট হয়ে বেরোয়। কিন্তু এ কী সর্বনাশ! অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা তো ২৯ আগস্ট, হঠাৎ সরকারি নির্দেশ বলে তা ২৬ তারিখ হয়ে গেল। যে দিন কিনা স্যার লিভ নিয়ে বাড়িতে প্র্যাকটিস করছিলেন।

'এবার, নয় তো নেভার।' দমে গেলে চলবে না। সবাই যে ভাবে বিশ্বজিৎ মাস্টারের সঙ্গে শত্রুতা করছে, হয়তো তাঁর স্মৃতিশক্তি, তার বাকযন্ত্র বৈরিতা করতে পারে। রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। লিখে নিয়ে দেখে দেখে বলতে হবে। এই পরিকল্পনার কথা শুনে একজন বলেছিল, দেখে দেখে তো সবাই বলতে পারে। ও সব ব্যাক গিয়ারে আর কাজ হবে না। বলতে তাকে হবেই। তৈরি হল পাণ্ডুলিপি সারারাত জেগে। নিজেকে মনে হচ্ছিল দেবতা আর যেন সৃষ্টি করলেন জ্বলন্ত একটা সূর্য। নিদ্রাহীন কাটল কয়েকটি যামিনী, আনন্দে আর উত্তেজনায়। মিরাক্‌ল এবার ঘটবেই। ফাটিয়ে দিতে হবে অভিভাবক সভায়।

এসেছে সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। দ্বিতীয় বক্তা, বিশ্বজিৎ স্যার। আগেভাগেই সেরে ফেলা ভালো। শুভস্য শীঘ্রম। অবশ্য এবার আর নকলের ভয় নেই। সোনার গয়নার চেয়েও গোপনে সযত্নে রেখেছেন পাণ্ডুলিপিটি। সেখান থেকে উত্তাপ পাচ্ছেন সেই জ্বলন্ত সূর্যের। 'বলতেই হবে নইলে পিছিয়ে পড়তে হবে।' আজকে সেটা প্রমাণ করার দিন। দেখি আজ

আমায় কে আটকায়। কাঁপুক বক্ষ, কাঁপুক কণ্ঠ,
কুছ পরোয়া নেহি।

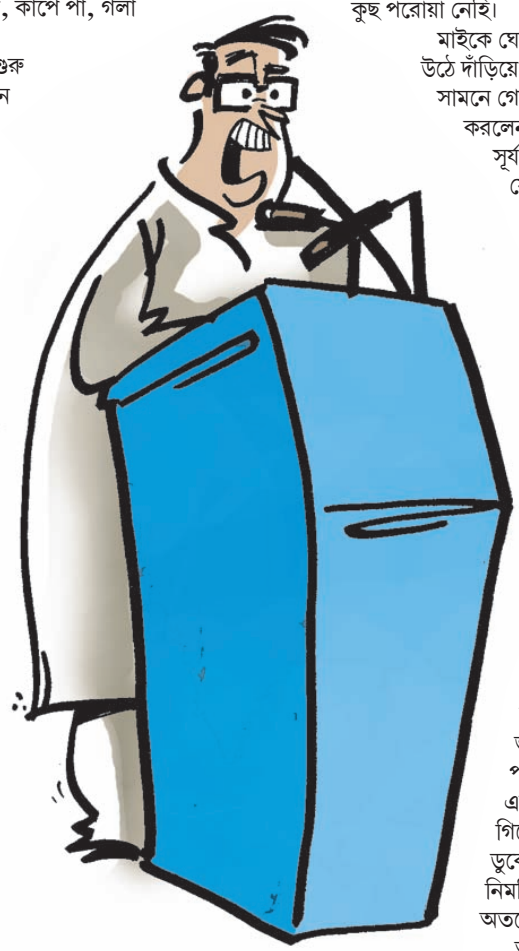

মাইকে ঘোষিত হল স্যারের নাম। উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বজিৎ স্যার মাইকের সামনে গেলেন। পকেট থেকে বার করলেন চিরকুট খুড়ি জ্বলন্ত সূর্য। হাতটা একটু কাঁপছে যেন। এমন সময় 'মধ্য দিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে' — এল প্রচণ্ড বাতাস। স্যারের হাত থেকে উড়ে গেল কাগজটি। তাঁর স্বপ্ন উড়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করলেন ঝাঁপ দিয়ে ধরার। ভবেশ স্যারও লাফ দিলেন গোলকিপারের মতো। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ফুটবল সম্রাট পেলের মতো ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি ডজ দিয়ে কাগজটি সোজা জানলা দিয়ে গিয়ে পড়ল পাশের পুকুরটিতে এবং জলতরঙ্গে ঝিলমিল গিয়ে কলসি গলায় দিয়ে ডুবে মরার মতো সোজা নিমজ্জিত হয়ে গেল অতলে।

অঙ্কুরে বিনষ্ট হল ভাবী বনস্পতি। ভবেশদা নিশ্চয়ই এরপর বলেছিল, 'প্রলয় ঘটেছে'।

অঙ্কন ঃ অভি